প্রতিবেদন
সারসংক্ষেপ

ঢাকা শহরে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের পরিস্থিতি বিষয়ক স্টাডি

অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)

প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ

ঢাকা শহরে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের পরিস্থিতি বিষয়ক স্টাডি

স্টাডি পরিচালনায়
দি রাইট টু এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল প্রোটেকশন অব ডিপ্রাইভ্ড চিলড্রেন এ্যাট হাই রিস্ক ইন বাংলাদেশ (আরইএসএইচ) প্রজেক্ট
অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)

কারিগরি সহায়তায়
মো. শরফুদ্দিন খান
বিশিষ্ট শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ
ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক (ডিসিএন)

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ভেকটর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং, ঢাকা

প্রধান কার্যালয়:
বাড়ি # ৪/১৬, ব্লক-বি
হুমায়ুন রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প কার্যালয়:
বাড়ি# ২৯২, রোড # ০২
বায়তুল আমান হাউজিং, আদাবর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮-০২-৪১০২২৩৩৭, মোবাইল: ০১৭১৯-২১৫২০১
ই-মেইল: asdhqd@gmail.com, asdinfo@asd.org.bd
ফেসবুক: www.facebook.com/asdngobd, ওয়েব: www.asd.org.bd

ভূমিকা

শিশুশ্রম শিশুদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে। শ্রমে নিযুক্ত শিশুদেরকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা তাদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশকে ঝুঁকির মুখে ফেলে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কোনো কাজে নিয়োগ করা যাবে না এবং ১৮ বছরের নিচে কোনো শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাবে না। তবে শ্রম আইন সঠিকভাবে প্রয়োগের অভাবে বিপুল সংখ্যক শিশু বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কাজ করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত ২০২২ সালের জাতীয় শিশুশ্রম জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১.৭৭ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১.০৬ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিযুক্ত। তবে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

আইএলও এবং ইউনিসেফের যৌথভাবে ২০০৭ সালে পরিচালিত বেইজলাইন জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৪,২০,০০০ শিশু গৃহকাজে নিযুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে প্রায় ৯০% ছিল মেয়ে শিশু । গৃহকর্মীর কাজ শিশুদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি, কাজের ধরন এবং পরিস্থিতি বিবেচনায়, যা আইএলও কনভেনশন নং ১৮২ এবং সুপারিশ নং ১৯০-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

আইএলও কনভেনশন নং ১৮২-এর অনুমোদনের পর, বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা নির্ধারণ করেছে। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার এনজিও এবং এনজিও নেটওয়ার্কগুলোর জোরালো দাবি সত্ত্বেও, শিশুদের গৃহকর্মীর কাজকে সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে বিপুল সংখ্যক শিশু আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সরকার ২০১৫ সালে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন করেছে। তবে নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইন না থাকায়, প্রাপ্তবয়স্ক এবং গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুরা এই নীতির সুবিধা পাচ্ছে না।

গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়। তারা দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে, খুবই কম মজুরি পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা মজুরিতে কাজ করে। তারা প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হয়। তারা শিক্ষা এবং বিনোদনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে, গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের দাসের মতো ব্যবহার করা হয়।

উপরোক্ত পটভূমির আলোকে, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) "দি রাইট টু এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল প্রটেকশন অব ডিপ্রাইভ্ড চিলড্রেন এ্যাট হাই রিস্ক ইন বাংলাদেশ (আরইএসএইচ)" প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের পরিস্থিতি বোঝার জন্য এই গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে।

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো ছিলো:

(i) ঢাকা শহরের গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি/অবস্থা/ঝুঁকি নির্ধারণ করা;
(ii) শিশুদের গৃহকাজে নিয়োজিত হওয়ার মূল কারণ খুঁজে বের করা;
(iii) গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিতে বিদ্যমান ফাঁকগুলো চিহ্নিত করা; এবং
(iv) শিশুদের গৃহকাজ থেকে বিরত রাখা ও তাদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা।

স্টাডি পরিচালনা পদ্ধতি

উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য এই গবেষণাটি পরিমাণগত (পরিমাপযোগ্য) এবং গুণগত (অপরিমাপযোগ্য, বর্ণনামূলক) গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জামগুলোর একটি ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিনটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে: সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, পরিমাণগত জরিপ এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ।

পরিমাণগত তথ্যসমূহ গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের কাছ থেকে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলী জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। ৮ থেকে ১৭ বছর বয়সের মোট ৩৫২ জন গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই ৩৫২ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ২০৯ জন পূর্ণকালীন (ফুল-টাইম) গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু, যা মোট নমুনার ৫৯.৩৭%। বিপরীতে ১৪৩ জন অংশগ্রহণকারী খণ্ডকালীন (পার্ট-টাইম) গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু, যা মোট অংশগ্রহণকারীদের ৪০.৬৩%।

প্রাপ্ত প্রধান উপাত্তসমূহ

৪৭.৭৬% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু তাদের পরিবারের সহায়তার জন্য কাজ করার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনের কথা জানিয়েছেন। এটি পরিবারের সচ্ছলতা বজায় রাখতে কর্মসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করে। এছাড়াও, ২২.৯৭% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ তাদের পরিবার শিক্ষা ব্যয় বহন করতে অক্ষম। অপরদিকে ১৭.০৮% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু পারিবারিক ঋণ শোধ করার জন্য শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে যা, কিছু পরিবারের বিস্তৃত আর্থিক সংগ্রামের প্রতিফলন। ৪.৩৪% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার একটি মর্মান্তিক দিক তুলে ধরেছেন, যেখানে তাদের পরিবার তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছেন। আরও ৪.৩৪% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর বাবা-মা বা অভিভাবক নেই, যার কারণে তারা বেঁচে থাকার জন্য শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে।

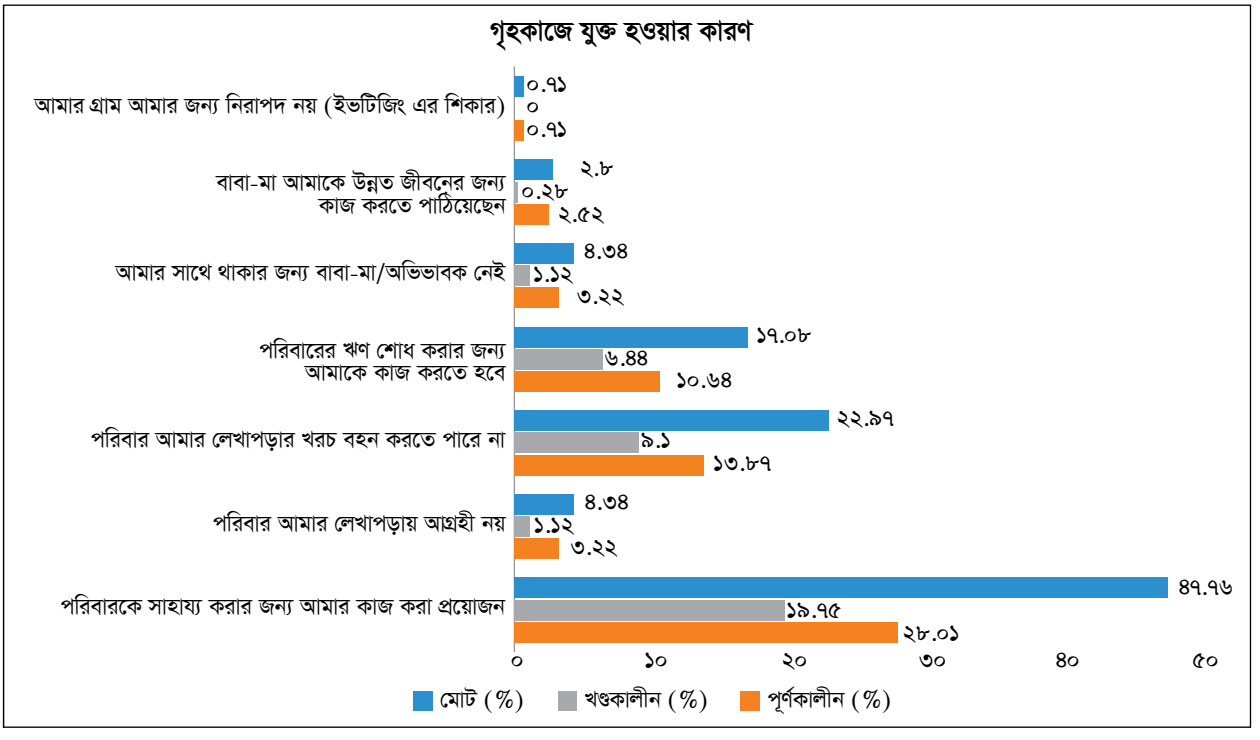

৪০.৬৩% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু বলেছেন যে, তাদের নির্দিষ্ট কাজের সময়সূচি রয়েছে। এই দলটি খণ্ডকালীন (পার্ট-টাইম) গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর অন্তর্ভুক্ত, তাদের গৃহস্থালির দায়িত্বের জন্য একটি কাঠামোগত সময়সূচি নির্দেশ করে। অপরদিকে ৫৯.৩৭% উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে তাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজের সময় নেই, যারা পূর্ণকালীন গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর ক্যাটাগরিতে পড়ে।

৩২% উত্তরদাতা, যারা ১০-১২ বছর বয়সী, তারা ৮-৯ ঘণ্টা কাজের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা তাদের পূর্ণকালীন কাজের প্রতিফলন। ১৭.৯% উত্তরদাতা, যারা ১২-১৪ বছর বয়সী, তারা ১০-১১ ঘণ্টা কাজ করেন। ১৪-১৬ বছর বয়সী ৯.৩৭% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করেন, যা তাদের কর্মসংস্থানের ক্লান্তিকর এবং কষ্টদায়ক কাজেরই বাস্তব চিত্র। অন্যদিকে ১৪.৪৯% যারা মূলত ৮-১০ বছর বয়সী, তারা দিনে ৪ ঘণ্টার কম কাজ করে এবং ১২.২১% যারা মূলত ১২-১৪ বছর বয়সী, তারা দিনে ৪-৫ ঘণ্টা কাজ করে, যারা উভয়েই খণ্ডকালীন কর্মী। ১৪-১৬ বছর বয়সী একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ১৩.৯৩% যারা ৬-৭ ঘণ্টা কাজ করে, যা বিভিন্ন মেয়াদের খণ্ডকালীন কাজের প্রতিফলন।

২৯.৮১% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু মাসে ৫০০-১০০০ টাকা উপার্জন করে, যার মধ্যে ১৫.৮৯% পূর্ণকালীন এবং ১৩.৯২% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। ১৯.৩২% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু মাসে ১৫০১-২০০০ টাকা উপার্জন করে, যার মধ্যে ১০.৮% পূর্ণকালীন এবং ৮.৫২% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। ১০০১-১৫০০ টাকা উপার্জন করে ১৫.০৬%, ২৫০১-৩০০০ টাকা উপার্জন করে ১১.৯৪%, ৫০০ টাকার কম উপার্জন করে ৪.৫৫% এবং ১০.২৩% মাসে ৩০০০ টাকার বেশি উপার্জন করার কথা জানিয়েছে।

৬৩.৮৮% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে তাদের বেতন তাদের বাবা-মা বা অভিভাবকরা গ্রহণ করেন। ৩৫.২৭%

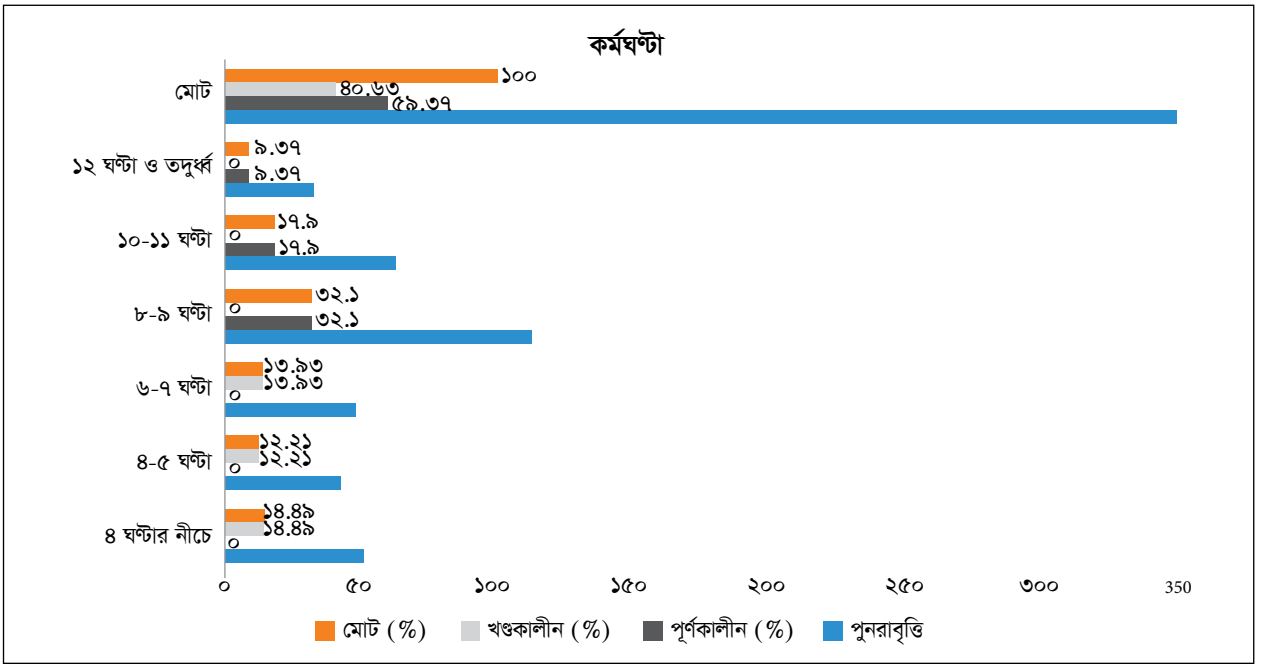

জানিয়েছেন যে তারা নিজেরাই তাদের বেতন গ্রহণ করেন এবং ০.৮৫% উল্লেখ করেছেন যে তাদের বেতন লেনদেনে একজন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা রয়েছে।

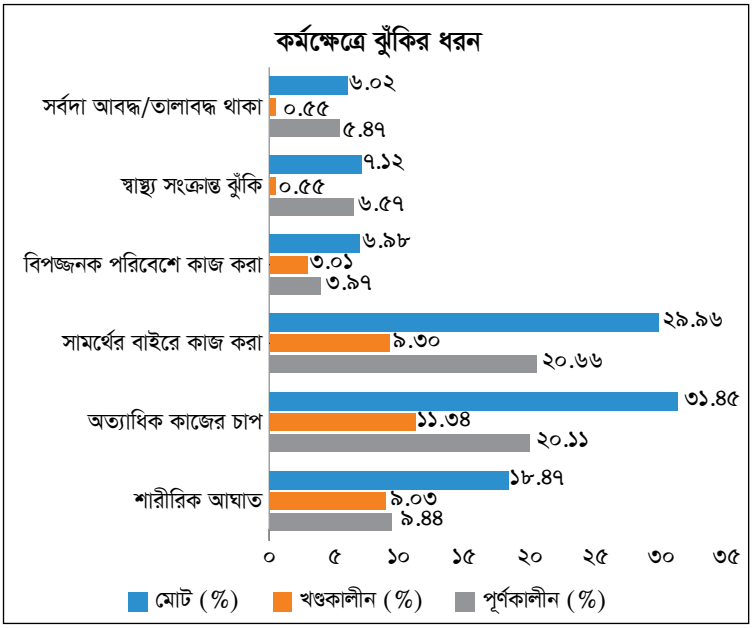

৩১.৪৫% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু উল্লেখ করেছেন যে, তাদের উপর অত্যাধিক কাজের চাপ একটি প্রধান ঝুঁকি, যার মধ্যে ২০.১১% পূর্ণকালীন এবং ১১.৩৪% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। ২৯.৯৬% তাদের সামর্থের বাইরে কাজ করতে বাধ্য হওয়ার বিষয় প্রকাশ করেছেন, যা গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের ওপর আরোপিত মানসিক চাপকে প্রতিফলিত করে। ১৮.৪৭% শারীরিক আঘাতের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন। ৭.১২% স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির কথা জানিয়েছেন। ৬.৯৮% বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করার সমস্যার মুখোমুখি হয়, যেখানে ৬.০২% সর্বদা আবদ্ধ বা তালাবদ্ধ থাকার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যা, তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার উপর সম্ভাব্য হুমকির ইঙ্গিত দেয়।

এটি উদ্বেগজনক যে, ২০.৭৪% শিশু গৃহকর্মী বকাঝকা শোনার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে ১১.৫৮% পূর্ণকালীন এবং ৯.১৬% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। শারীরিক নির্যাতনও খুবই উদ্বেগজনকভাবে বিদ্যমান, ৮.২৩% মারধরের কথা জানিয়েছে। যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম হলেও ১.৭% তা জানিয়েছে, যা উদ্বেগজনক। তাছাড়া, ১৮.২৫% উত্তরদাতা অর্থনৈতিক শোষনের কথা প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা একটি ব্যাপক উদ্বেগের বিষয়, যেখানে ১৩.৩২% কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপের কথা জানিয়েছে, এবং ১২.১৩% সাপ্তাহিক ছুটির অভাবে হতাশা প্রকাশ করেছে। ১৪.৬% খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা জানিয়েছে। সঠিক ঘুমের পরিবেশের অভাব ১.৬১% উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন, এবং ৮.৪৯% অনুপযুক্ত ও অপ্রতুল খাবারের কারণে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, ০.৯৩% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

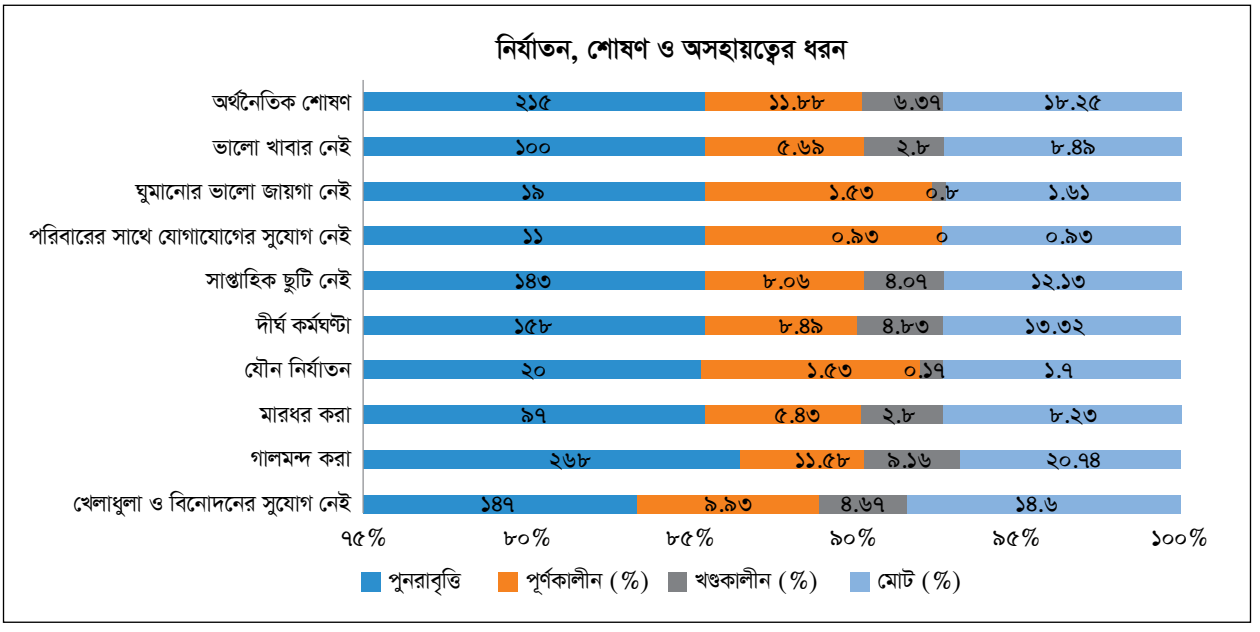

৫৬.২৫% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে, তাদের পরিবারের কোনো সদস্য ঢাকায় নেই। অন্যদিকে ৪৩.৭৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে ঢাকায় তাদের পরিবারের সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে ৪০.৬৩% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত এবং ৩.১২% পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত।

৪১.২১% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ তাদের নিয়োগকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর নেতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাদের সাক্ষাতের সুযোগ রয়েছে, তাদের মধ্যে ১৭.৫৮% ছয় মাসে একবার এবং ১৪.৭% ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। একটি ছোট কিন্তু উল্লেখযোগ্য অংশ ৪.৬১% উৎসবকালে তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এছাড়াও ১.৭৩% প্রতিবছর মাত্র একবার তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পায়।

৫৫.১১% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে তারা জীবনের কোনোনা কোন পর্যায়ে স্কুলে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৬.৩% পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত এবং ৮.৮১% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। অন্যদিকে ৪৪.৮৯% জানিয়েছেন যে তারা কখনোই স্কুলে যাননি। বিশ্লেষণে দেখা যায়, যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের মধ্যে ৩১.৮২% খণ্ডকালীন কাজে এবং ১৩.০৭% পূর্ণকালীন কাজে নিযুক্ত।

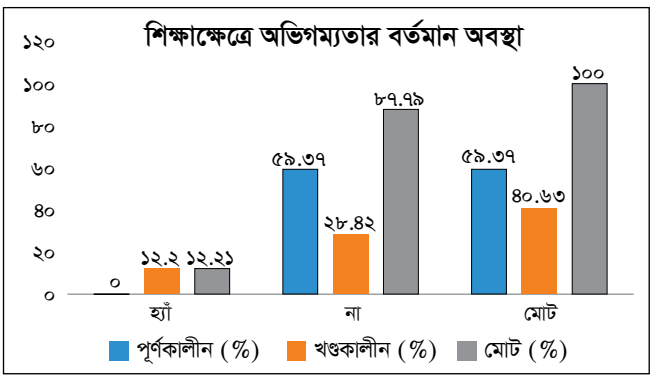

৮৭.৭৯% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে না, যার মধ্যে ৫৯.৩৭% পূর্ণকালীন এবং ২৮.৪২% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। এর বিপরীতে, ১২.২১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে এবং তারা সবাই খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে যারা স্কুলে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ (৯৩.০৪%) বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলে পড়ছে।

৩১.১৭% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু উল্লেখ করেছেন যে, কাজের ব্যস্ততা তাদের শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। আর্থিক সীমাবদ্ধতা ৩০.৭৬% উত্তরদাতার জন্য একটি বড় বাধা হিসেবে উঠে এসেছে। ৭.২৮% তাদের অনাগ্রহ বা শিক্ষায় অনীহার কথা প্রকাশ করেছেন। ১৫.০১% জানিয়েছেন যে, তাদের বাবা-মা তাদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী নন। আরও ১২.৫৪% উল্লেখ করেছেন যে, তাদের নিয়োগকর্তারা তাদের স্কুলে যেতে দিতে চান না। ২.০২% স্কুলের অভাবকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ১.২২% জানিয়েছেন যে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের ভর্তি নিতে অস্বীকার করেছে।

৬২.৪৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা স্বাস্থ্যসেবার জন্য স্থানীয় ফার্মেসির ওপর নির্ভর করে। সরকারি হাসপাতালে আরেকটি বড় জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে ৩৪.৩৪% এই সেবা গ্রহণ করে থাকে। ২% বেসরকারি হাসপাতালের সেবা গ্রহণ করে এবং ১.২% তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজন মেটানোর জন্য এনজিও ক্লিনিকের উপর নির্ভর করে । একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ৩.৪১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা অসুস্থ হলে কোনো স্বাস্থ্যসেবা পাননি, যা এই শ্রেণির মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে

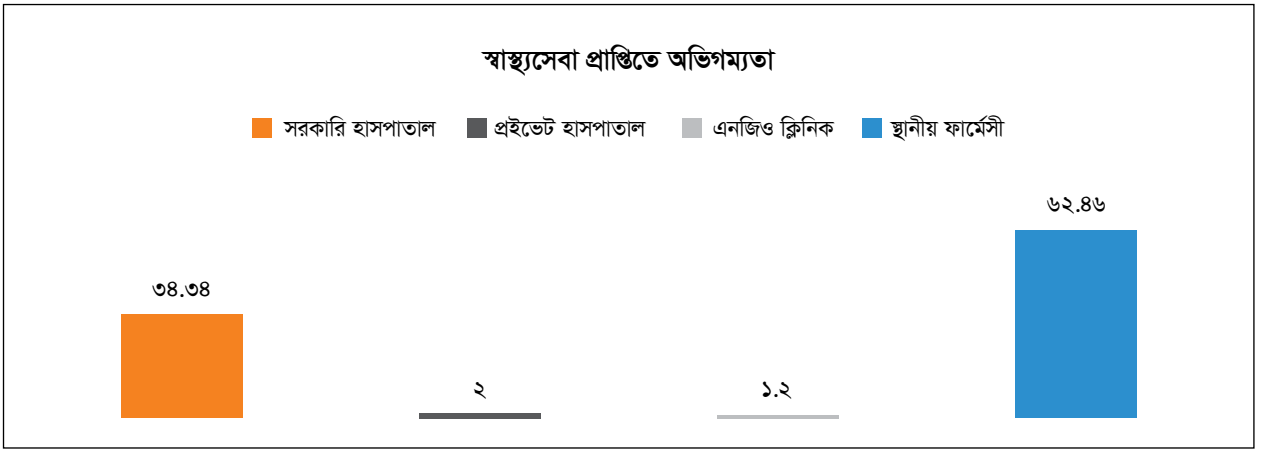

সম্ভাব্য বাধার ইঙ্গিত দেয়। ৫২.৩৯% উত্তরদাতা আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার প্রধান বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ৩৮.১১% পূর্ণকালীন এবং ১৪.২৮% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। ৯.৫২% উত্তরদাতা বাবা-মার সমর্থনের অভাবকে একটি বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এবং ৩৮.০৯% উত্তরদাতা নিয়োগকর্তাদের সমর্থনের অভাবকে একটি বাধা হিসেবে দেখেছেন।

৯৬% উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে তারা কোনোনা কোনো সময়ে মনোকষ্টের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৫৬.৮২% পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত, এবং ৩৯.২% খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত। বিপরীতে ৩.৯৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা কখনো মন খারাপের অনুভূতি অনুভব করেননি।

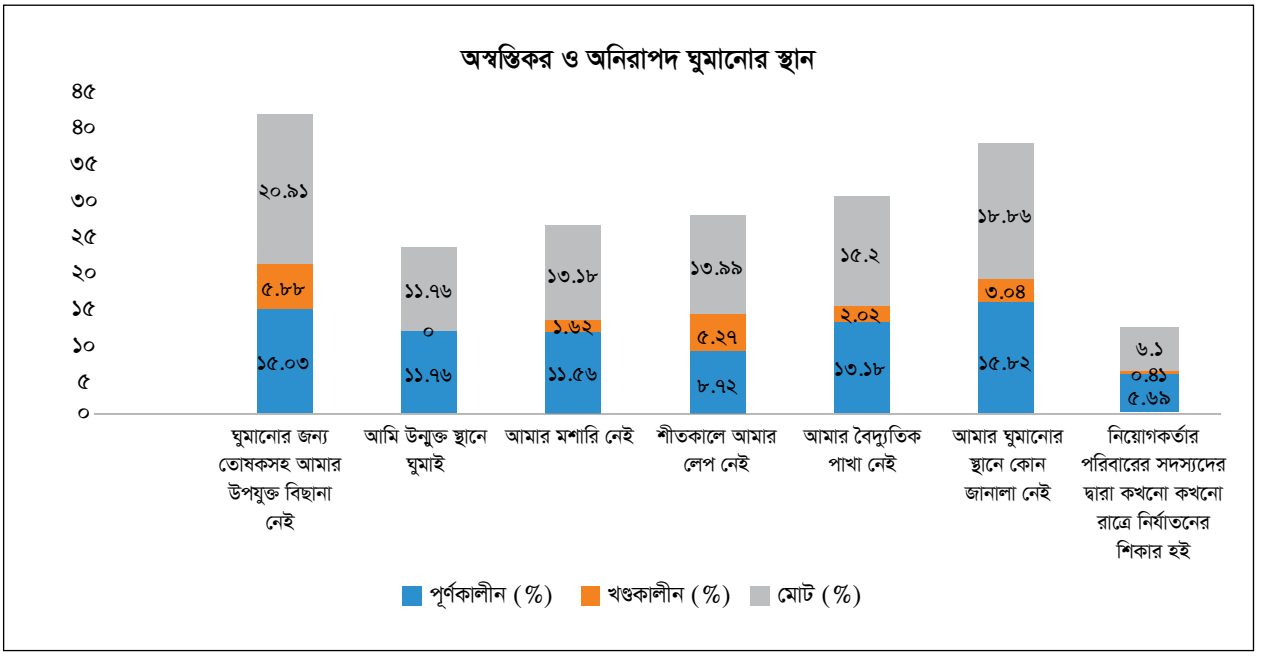

৪২.৯৪% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে, তাদের নিয়োগকর্তা তাদের বকাঝকা করলে তাদের মন খারাপ হয় ৩৪.৭১% বলেছেন যে, কাজ করতে না চাওয়ার কারণে তাদের মন খারাপ হয় এবং ১০.৪৪% তাদের কাজের পরিবেশের কারণে মানসিক অশান্তি অনুভব করেন। তাছাড়া ৮.২২% উত্তরদাতা তাদের পরিবারকে মিস করার কারণে মন খারাপের কথা জানিয়েছেন এবং ৩.৬৯% পড়াশোনা করতে চাওয়ার কারণে মন খারাপ অনুভব করেন।

৫৪.১% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে, তারা একা একা কান্না করে তাদের মানসিক অশান্তির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। ৩৪.৪৯% উত্তরদাতা কিছুই না করার মাধ্যমে তাদের মন খারাপ মোকাবিলা করেন, ১০.৯৫% উত্তরদাতা তাদের অনুভূতি পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করেন এবং ০.৪৬% জানিয়েছেন যে তারা তাদের নিয়োগকর্তার সাথে তাদের অনুভূতি শেয়ার করেন।

পূর্ণকালীন গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে প্রায় ২২.৪৯% তাদের নিয়োগকর্তার বাড়ির রান্নাঘরে ঘুমায় ১৭.৬১% ড্রয়িংরুমে ১৪.৭৩% ডাইনিং রুমে এবং ৩.৪১% বারান্দায় ঘুমায়, যা সবই নিয়োগকর্তার বাড়ির মধ্যে। একটি ছোট অংশ ১.১৩% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা নিয়োগকর্তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘুমান।

২০.৯১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের ঘুমানোর জন্য সঠিক বিছানা বা তোষক নেই ১৮.৮৬% উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ঘুমানোর স্থানে জানালা নেই ১৩.১৮% মশারির অভাবের কথা জানিয়েছেন ১৫.২% বলেছেন যে, তাদের ঘুমানোর স্থানে পাখা নেই

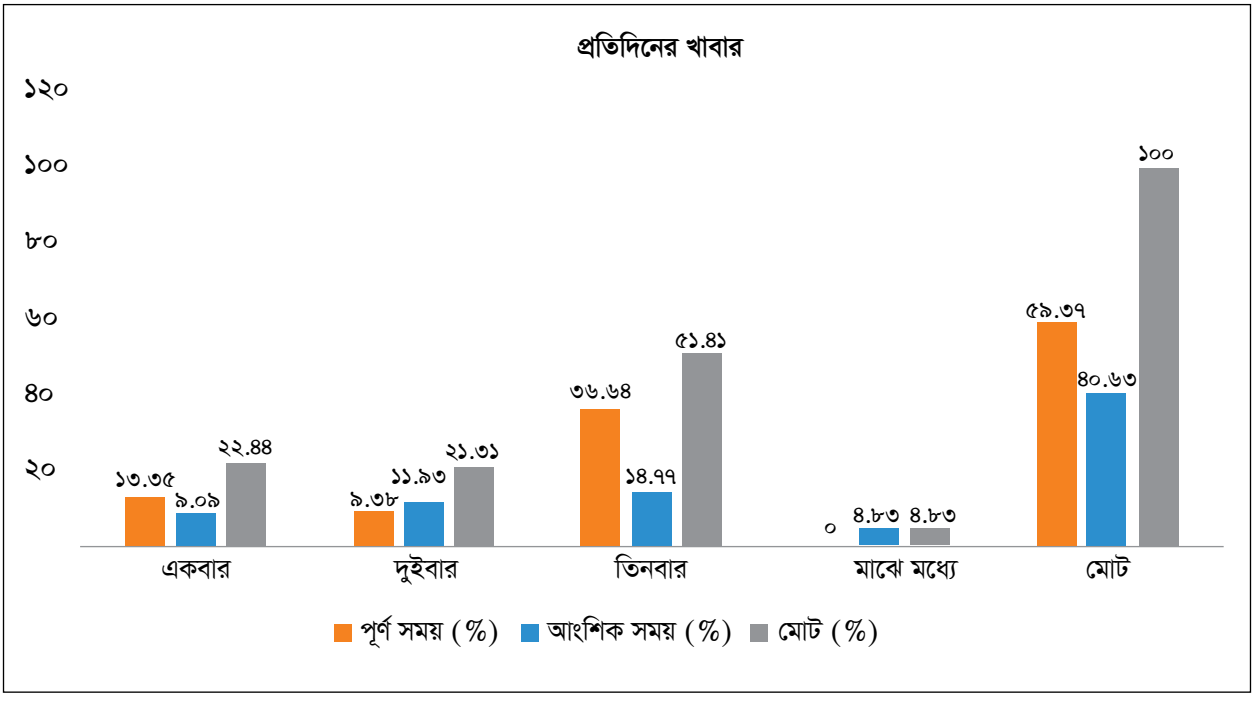

১৩.৯৯% উল্লেখ করেছেন যে শীতকালে তাদের কাঁথার অভাব থাকে ১১.৭৬% খোলা স্থানে ঘুমানোর কথা জানিয়েছেন এবং ৬.১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে রাতে নিয়োগকর্তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা তারা নির্যাতনের শিকার হন।

৫১.৪১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা দিনে তিনবার খাবার পান ২২.৪৪% উত্তরদাতা শুধুমাত্র একবার খাবার পান যা পুষ্টির অভাবে মারাত্মক ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়। ২১.৩১% উত্তরদাতা দিনে দুইবার খাবার পান এবং ৪.৮৩% উল্লেখ করেছেন যে তাদের মাঝে মাঝে খাবার দেওয়া হয়, যা নিয়মিত খাবারের প্রাপ্তিতে অসঙ্গতিকে নির্দেশ করে।

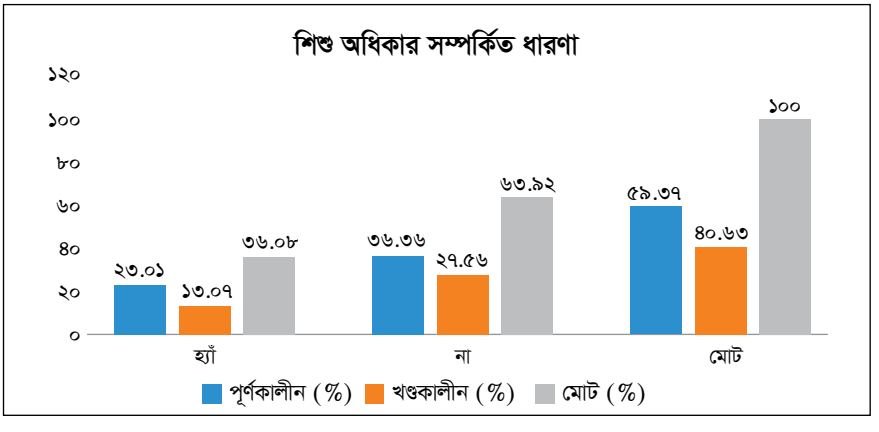

৫০.২৮% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে তারা কিছু বিনোদনের সুযোগ পান। এই দলের মধ্যে ৩১.২৫% পূর্ণকালীন কাজে নিযুক্ত এবং ১৯.০৩% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। অন্যদিকে ৪৯.৭২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা কোনো বিনোদনের সুযোগ পান না। এই দলের মধ্যে ২৮.১২% পূর্ণকালীন এবং ২১.৬% খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত।

৩৬.০৮% জানিয়েছেন যে, তারা শিশু অধিকার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখেন। এই দলের মধ্যে ২৩.০১% পূর্ণকালীন কাজে নিযুক্ত এবং ১৩.০৭% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। তবে ৬৩.৯২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা শিশু অধিকার সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না। এই দলের মধ্যে ৩৬.৩৬% পূর্ণকালীন এবং ২৭.৫৬% খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত।

৩২.১১% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু জানিয়েছেন যে তারা শিশুশ্রম বা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখেন। এই দলের মধ্যে ১৮.৭৫% পূর্ণকালীন কাজে নিযুক্ত এবং ১৩.৩৬% খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত। তবে ৬৭.৮৯% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা শিশুশ্রম বা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেন না। এই দলের মধ্যে ৪০.৬২% পূর্ণকালীন এবং ২৭.২৭% খণ্ডকালীন কাজে নিযুক্ত।

শিশুদের গৃহকাজে জড়িয়ে পড়ার প্রধান মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পরিবারের আর্থিক দুর্বলতা। গবেষণার ফলাফলও এই যুক্তিকে সমর্থন করে। তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪৭.৭৬% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু তাদের পরিবারের সহায়তার উদ্দেশ্যে কাজে প্রবেশ করেছে, যা তাদের বাবা-মা দ্বারা সমর্থিত ছিল।

গ্রাম থেকে শহরে দ্রুত জনসংখ্যা স্থানান্তরের সাথে ঢাকা শহরে গৃহকাজে শিশুদের জড়িয়ে পড়ার একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। বড় শহরে অভিবাসনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো জীবিকার সন্ধান। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষরা শহরে এসে বিভিন্ন কাজে বিশেষত অনানুষ্ঠানিক কর্ম খাতে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা করে। অনানুষ্ঠানিক খাতগুলো যৌক্তিক পরিমাণ বেতন প্রদান করে না, তাই প্রায় সব পরিবারের সদস্য এমনকি শিশুরাও কাজ করতে বাধ্য হয়। এই কাজগুলো সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয় যাতে তারা যুক্ত হয়ে পড়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য। এই ফলাফল গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা পাই। তাদের মতে ৬২.৬৩% গৃহকাজে নিয়োজিত শিশু ঢাকায় এসেছে কারণ তাদের পরিবার কর্মসংস্থানের জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে।

শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি, যা শিশুদের গৃহকাজে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। এই প্রবণতার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে: শিশুরা সহজে পরিচালনাযোগ্য, তাদের কম বেতন দিতে হয়, তারা ঘুমানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থান দাবি করে না, তারা ছুটির আবেদন করে না, তারা কম খাবার খায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের কোনো উচ্চ কণ্ঠ বা দাবি নেই যাতে তারা নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে।

প্রধান অংশীজনদের এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে সচেতনতার অভাব শিশুদের গৃহকাজে নিয়োজিত হওয়ার ও বিদ্যমান থাকার অন্যতম বড় কারণ। বেশিরভাগ শিশু তাদের বাবা-মা এবং নিয়োগকর্তারা শিশু অধিকার, শিশুশ্রম এবং দেশের শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য বিদ্যমান আইন এবং নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন নন। তাছাড়া, অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এবং প্রায়শই আর্থিক দুর্বলতার অজুহাত দেন। মেয়ে শিশুদের প্রায়ই বাবা-মা 'বোঝা' হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের শিক্ষার অধিকারের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেন।

উপযুক্ত আইন এবং নীতির অভাব এবং এর কার্যকর প্রয়োগকেও গৃহকাজে শিশুদের নিয়োজিত হওয়ার ও চলমান থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে। তবে বিদ্যমান আইন ও নীতির মধ্যে এখনো ফাঁকফোকর রয়েছে এবং বিদ্যমান আইন ও নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান আইনি কাঠামোয় গৃহকাজে শিশুদের নিয়োজিত হওয়াকে বন্ধ করার বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। শিশুদের গৃহকাজে নিয়োজিত হওয়া এখনও সরকার ঘোষিত শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকার আওতায় অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব রয়েছে। পাশাপাশি নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় খুবই দুর্বল। ফলস্বরূপ, সমাজের প্রভাবশালী মহল আইন লঙ্ঘনের স্বাধীনতা পায়।

উপসংহার

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে শিশুদের সকল ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন, অবহেলা এবং শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য আইন ও নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ, বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন, এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবুও শিশু সুরক্ষার বিষয়টি এখনো দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বিশেষ করে, গৃহকাজে নিয়োজিত হাজার হাজার শিশু ব্যাপক নির্যাতন, শোষণ এবং সহিংসতার শিকার হচ্ছে এবং আইন, নীতি এবং এর প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এখনো অন্ধকারে রয়েছে।

গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিওগুলো শিশুশ্রম, শিশু শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে কাজ করে আসছে। কিছু কর্মসূচী ইতিবাচক ফলাফল এনেছে, তবে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এখনো অনেক পথ বাকি। তাই এই গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে যথাযথ কর্মসূচী ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা শহরে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের পরিস্থিতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যের অভাব রয়েছে যা প্রায়ই উপযুক্ত কর্মসুচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এই গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের পরিস্থিতি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফল এএসডি এবং অন্যান্য শিশু অধিকার নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোকে ঢাকা শহরে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করবে।

গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ না শিশুদের গৃহকাজে জড়িয়ে পড়ার কিছু মূল কারণ মোকাবেলা করা হয়। মূল দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে শিশুশ্রমের দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব, বিশেষ করে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের কাজ সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এর পাশাপাশি গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এর ফলে বিদ্যমান আইন ও নীতিগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় না। অন্যদিকে কিছু বিদ্যমান আইন ও নীতি সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই আইন ও নীতি প্রণয়ন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোকে যথাযথ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

সুপারিশসমূহ

১. গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষায় আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য জোরালো পদক্ষেপ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি এবং গৃহকর্মী কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা সংশোধন করতে হবে যাতে এগুলো অন্যান্য আইন ও নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পাশাপাশি গৃহকর্মী কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতির বিধানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২. গৃহকাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জোর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতায় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

৩. শিশুদের গৃহকাজে নিয়োজিত হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব এবং আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন অংশীজন এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের (শিশু, অভিভাবক, নিয়োগকর্তা, কমিউনিটি) নিয়ে একটি ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা কর্মসুচী নেয় এবং বাস্তবায়ন করা জরুরি। এই সচেতনতামূলক প্রচারণায় গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের উৎসস্থল এলাকাগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৪. ঢাকা শহরে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ/প্রস্তুত করা যায়। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়ে একটি মিডিয়া গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে এবং তাদের গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। তারা স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে ৫-১০ টি থানা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

৬. শিশুদের গৃহকাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না যদি তাদের বিকল্প দক্ষতা না দেওয়া হয়। তাই গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বাজার উপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শালীন ও ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন।

৭. নির্যাতন এবং সহিংসতার শিকার শিশুদের স্বাস্থ্য এবং আইনি সেবা দেওয়ার জন্য একটি উদ্ধার/সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

৮. শক্তিশালী অ্যাডভোকেসির জন্য সমমনা এনজিও এবং এনজিও নেটওয়ার্কগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি পেতে এএসডির ওয়েবসাইট ভিজিট করুন : **www.asd.org.bd**